দৈনিক সংবাদ

061

06 MAR 1987
তারিখ 4 পৃষ্ঠা ... কলাম 3

বাংলাদেশ ... তথ্য ও

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কি চলছে

বিগত ২৬শে নভেম্বরে সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনার পরিণতিতে ৬৯ দিন বন্ধ থাকার পর গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়। কি কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬শে নভেম্বরে অমানুষিক সন্ত্রাস কায়েম করা হয়েছিল তা বোধকরি অনেকেই সঠিকভাবে জানেন না। এজন্য প্রথমেই সংক্ষেপে ২৬শে নভেম্বরের ঘটনার পটভূমি বলে নেয়া প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

১৯৮৫ সাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি দলের মধ্যে (হামিদ ও শফি গ্রুপের) দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রলীগ (সু র) এর নেতা বলে পরিচিত শফি বিগত এম,এ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। জাতীয় ছাত্র সমাজের সক্রিয় প্রতিরোধের জন্য ছাত্রলীগের শফি ও মন্জু দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পাসে ঢ়ুকতে পারছিল না। কিন্তু ছাত্রলীগ (সু-র) সাধারণ কর্মী ও সমর্থকদেরকে পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে দেয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র শফি ও মন্জুর ওপর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢোকার ব্যাপারে 'নিষেধাজ্ঞা' জারি করেছিল জাতীয় ছাত্র সমাজের নেতা হামিদ।

শফি গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পাসে ঢোকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। শফির বাড়ী বিশ্ববিদ্যালয় ১নং গেটস্থ মদনহাট এলাকাতে হওয়ায় তার পক্ষে হামিদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ সহজ হয়। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে এক সন্ধ্যায় শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গামী বাস থেকে মদনহাটের রাস্তায় দণ্ডায়মান লোকজনের প্রতি ষ্টেনগান দিয়ে ব্রাস ফায়ার করা হয়। লক্ষ্য ছিল নাকি শফি, কিন্তু গুলী সাধারণ এক গ্রামবাসীর গায়ে লাগে এবং সে গুরুতরভাবে আহত হয়। স্বাভাবিক কারণেই এ ঘটনাটির দায়িত্ব গিয়ে পড়ে শফি-হামিদ গ্রুপের ওপর। এর আগে ২নং গেটের কাছে পাশাপাশি ২টি বাসায় ডাকাতি সংঘটিত হয়। আক্রান্ত কর্মচারীরা ডাকাতি শেষে ডাকাতদের বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে ফিরে যেতে দেখে। এ ঘটনাটির ফলেও গ্রামবাসী হামিদ গ্রুপের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

গুলীর ঘটনা নিয়ে গ্রামবাসীর পক্ষে বিরাট জনসভা পর্যন্ত করা হয় এবং এসব ঘটনার জন্যে হামিদকে দায়ী করে শ্লোগান দেয়া হয়। এমনকি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, গ্রামবাসীরা হামিদ যে হলে থাকতো সে হল আক্রমণ করে সন্ত্রাসের মুলোৎপাটন করবে। ২০ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত এসবেরই জল্পনা কল্পনা চলছিল।

কিন্তু ২৬ তারিখ দুপুরে ছাত্ররা যখন প্রায় সকলেই বিশ্রামরত ঠিক সেই সময়েই ২-৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো বিকট চিৎকার আর গুলীর আওয়াজে কেঁপে ওঠে। ছাত্ররা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব কটি হল বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের ষ্টেনগান, রিভলবার, পিস্তল ও কিরিচধারী কর্মীদের হাতে চলে যায়। এ সময় নির্বিচারে ছাত্রদের ওপর গুলীবর্ষণ এবং কিরিচ দিয়ে আঘাত করা হয়। কোন দলমত নেই, যাকেই সামনে পেয়েছে তাকেই প্রথম দিকে নির্বিচারে গুলী এবং আঘাত করা হয়েছে। ২৮ জন গুরুতর আহত হয়েছিল সে সময়। কিন্তু হামিদ সোহরাওয়ার্দী হলের মোড়ে সর্বাগ্রে গুলী বিদ্ধ এবং আঘাতপ্রাপ্ত হয়। সে সময় হামিদ কলাভবন থেকে বাসে করে নেমে তার আরো ২জন সঙ্গীসহ রিক্সায় চেপে আলাওল হলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এ সময় ইসলামী ছাত্র শিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আমির হুসাইন হামিদকে বলেন, "আসসালামু আলাইকুম হামিদ ভাই, কেমন আছেন?"- বলে হামিদের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করেন। এরপর হামিদ তার সঙ্গীদের নিয়ে রিক্সায় ওঠামাত্রই পেছন থেকে তাকে গুলী করা হয়। পরে ডান হাতের কব্জি থেকে গোটা হাতটা কেটে নিয়ে তার শরীরে কিরিচের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করা হয়। অনেকগুলো গুলীও করা হয়। হামিদ গুলী খেয়ে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই হলগুলোতে তাণ্ডব শুরু হয়। সে সময় তারা (শিবির) হুইশেল ব্যবহার করে। সব বিচার করে দেখা যায় শিবিরের সন্ত্রাস অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। সে অপারেশনে তাদের চট্টগ্রাম কলেজ, মহসিন কলেজ, পলিটেকনিক কলেজ এবং কক্সবাজারের মাসলম্যানরা অংশ নিয়েছিলো।

প্রত্যক্ষভাবে শিবিরের সাথে জাতীয় ছাত্র সমাজের তেমন কিছুই ঘটেনি যার জন্য সেদিন এসব ঘটনা ঘটানো সম্ভবপর হয়েছিল। চট্টগ্রাম ও তার আশপাশের এলাকার গত ক'বছরের তবারক, শাহাদাৎ, হালিম, দিদার, রশিদ ও লেয়াকতকে হত্যা করার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সমর্থক ও কর্মীসংখ্যা কমে যাচ্ছিল। তাই রাজনীতিকে জোর পূর্বক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ২৬শে নভেম্বরের ঐ পৈশাচিক ঘটনা ঘটানো হয়। যা যে কোন সুস্থ বিবেকবান মানুষকে নাড়া না দিয়ে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর শিবির হলগুলো দখল করে নেয়। আগে যেখানে হামিদের মিনি 'ক্যান্টনমেন্ট' ছিল তার নীচতলাতেই বর্তমানে শিবিরের 'পর্যবেক্ষণ টাওয়ার' স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি হলে রাতে শিবির কর্মীরা সশস্ত্র হয়ে পাহারা দিচ্ছে। সাধারণ ছাত্রদের রাতে হলের বাইরে বেরুনো এবং প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। পরিচয়পত্র তল্লাশি বেআইনীভাবে তারাই করছে। বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদেরকে অস্ত্র প্রদর্শন করে হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি ইতিমধ্যে হাত তুলেছে অনেক সংগঠনের নেতা, কর্মী ও সংস্কৃতি সেবীর উপর।

আমি কোন ছাত্র সংগঠনের সদস্য নই, কিন্তু আমি আগে যা দেখেছি আর এখন যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে-- বর্তমানে বিরাজমান সন্ত্রাস হামিদের গুণ্ডামির দিনগুলোকেও ছাড়িয়ে গেছে। তখন সন্ত্রাসে আক্রান্ত হয়নি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা, এখন যা প্রতিনিয়ত অনুভব করছে তারা। শিবির কর্মীদের মারমুখী আচরণের ফলে ইতিমধ্যেই ৯০ ভাগ ছাত্র হল ছেড়ে চলে গেছে। এমনকি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক রেজাউল করিম মামুন এবং বনবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক কামালকে তারা অপদস্ত করেছে।

যে সব সীট বরাদ্দ করা হয় সেগুলো কয়েকটি হলের হল প্রশাসনের সহায়তায় শিবির কর্মীদের নামে একচেটিয়া বরাদ্দ করিয়ে নেয়া হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ ৩ বছর পড়ছি, কিন্তু কোনদিন এ ধরনের সন্ত্রাস লক্ষ্য করিনি। ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। ইসলাম অর্থ হলো শান্তি। কিন্তু ইসলামী ছাত্র শিবির ইসলামের নামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন্ ধরনের শান্তি প্রতিষ্ঠায় রত? তারা লিফলেট, প্রচার পুস্তিকা ইত্যাদির মাধ্যমে যে নির্লজ্জ মিথ্যা প্রচার করছেন তাতে ইসলামের মহত্ব প্রচার হচ্ছে কি? আমি নিজেও এক সময় শিবিরের ছেলেদেরকে সবচেয়ে শান্ত, ভদ্র, মেধাবী ছাত্র হিসেবে জেনে এসেছি, এজন্য তাদেরকে সবসময় চাঁদাও দিয়েছি, কিন্তু এখন এদের আসল চরিত্র মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি। সামান্য ৩টি হলের কর্তৃত্ব পেয়েই যদি এই অবস্থা হয় তবে দেশের কর্তৃত্ব পেলে এরা কি করবে তা সহজেই অনুমেয়।

আব্দুল্লাহ-আল-মামুন
শাহ জালাল হল,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।